বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়

প্রথম খন্ড

কর কমিশনার, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (LTU Tax) কার্যালয়, ঢাকা
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

অর্থ বৎসরঃ- ২০০৬- ২০০৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

সূচীপত্র

ক্রঃ নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
১.	কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর প্রত্যয়ন	ক
২.	মহাপরিচালকের বক্তব্য	খ
৩.	প্রথম অধ্যায়	১
৪.	অডিট অনুচ্ছেদের সার- সংক্ষেপ	৩-৪
৫.	অডিট বিষয়ক তথ্য	৫
৬.	ম্যানেজমেন্ট ইস্যু	৬
৭.	অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ	৬
৮.	অডিটের সুপারিশ	৬
৯.	দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ	৭-২১
	অনুচ্ছেদ নম্বর-১। সাউথ ইষ্ট ব্যাংক লিঃ এর বাদযোগ্য খরচ নয় এরূপ খরচকে খরচ হিসেবে হিসাবভূক্ত করে আয়কর নির্ধারণ করায় আয়কর বাবদ কম প্রদেয় হয়েছে।	৯
	অনুচ্ছেদ নম্বর-২। আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ অনুযায়ী ন্যূনতম কর নির্ধারণ না করায় আয়কর বাবদ রাজস্ব ক্ষতি।	১০
	অনুচ্ছেদ নম্বর-৩। সাউথ ইষ্ট ব্যাংক লিঃ কর্তৃক অতিরিক্ত প্রফিট ট্যাক্স প্রদান না করায় রাজস্ব ক্ষতি।	১১
	অনুচ্ছেদ নম্বর-৪। সোস্যাল ইনভেষ্টমেন্ট ব্যাংক লিঃ কর্তৃক বিয়োজনযোগ্য নয় এমন খরচকে বাদ রেখে আয় নিরূপণ করে রিটার্ন দাখিল করায় আয়কর বাবদ কম প্রদান।	১২
	অনুচ্ছেদ নম্বর-৫। স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস লিঃ কর্তৃক ডিসকাউন্ট এর উপর উৎসে আয়কর কম জমা দেয়া সত্বেও আনুপাতিক হারে খরচ অনুমোদন না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর কম ধার্য্য করা হয়েছে।	১৩

	অনুচ্ছেদ নম্বর-৬। দি প্রিমিয়ার ব্যাংক লিঃ কর্তৃক অতিরিক্ত প্রফিট ট্যাক্স প্রদান করা হয়নি।	১৪
	অনুচ্ছেদ নম্বর-৭। এপেক্স ফুটওয়ার লিঃ কর্তৃক অন্য প্রতিষ্ঠানের নামে VAT বাবদ জমাকৃত টাকা বিক্রয় হিসাব হতে বিয়োজন করে প্রকৃত বিক্রয় কম দেখানোর ফলে আয়কর কম প্রদান ।	১৫
	অনুচ্ছেদ নম্বর-৮। ফাইসন্স (বাংলাদেশ) লিঃ কর্তৃক বাদযোগ্য নয় এরূপ খরচ এবং কু-ঋণ (Bad debt) হতে আদায় (Recovery) মোট আয়ের সাথে যোগ না করায় আয়কর কম প্রদান।	১৬
	অনুচ্ছেদ নম্বর-৯। এ্যাপেক্স ট্যানারী লিঃ কর্তৃক আয়কর নির্ধারণে হিসাবযোগ্য নয় এরূপ খরচকে অনুমোদন করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর কম প্রদান।	১৭
	অনুচ্ছেদ নম্বর-১০। দি ইবনে সিনা ফার্মাসিউটিক্যালস ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ কর্তৃক আয়কর কম প্রদান ।	১৮
	অনুচ্ছেদ নম্বর-১১। জনাব ফেরদৌস আলী খান কর্তৃক সম্পদ বিবরণীতে অব্যাখ্যায়িত সম্পদ পরিবৃদ্ধিকে করযোগ্য আয় হিসাবে প্রদর্শন না করায় আয়কর কম প্রদান।	১৯
	অনুচ্ছেদ নম্বর-১২। জনাব সৈয়দ নুরুল আরেফিন এর সম্পদ বিবরণীতে সম্পদ পরিবৃদ্ধির ব্যাখ্যা না থাকা সত্বেও অব্যাখ্যায়িত আয়কে মোট আয়ের সাথে যোগ করে করারোপ না করায় আয়কর কম প্রদান।	২০
	অনুচ্ছেদ নম্বর-১৩। MR. CHIN HUA HSU এর সম্পদ বিবরণীতে সম্পদ পরিবৃদ্ধির ব্যাখ্যা না থাকায় উক্ত আয়কে মোট আয়ের সাথে যোগ না করায় আয়কর কম প্রদান।	২১
১১.	মহাপরিচালকের স্বাক্ষর	২১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮(১) ও ১২৮(২) এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এ্যাডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা ৫(২) অনুযায়ী মহাপরিচালক, স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এই অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

স্বাক্ষরিত

তারিখঃ ০১-০৬-১৪১৭ বঃ / ১৬-০৯-২০১০ খ্রিঃ বঙ্গাব্দ / খ্রিষ্টাব্দ

আহমেদ আতাউল হাকিম
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল
অব্ বাংলাদেশ

খ

মহাপরিচালকের মন্তব্য

মহাপরিচালক, স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তরের নিরীক্ষাধীন অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের অধীন **কর কমিশনার, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (LTU Tax) ঢাকা** কার্যালয়ের ২০০৬-২০০৭ অর্থ বৎসরের আয়কর নির্ধারণী প্রক্রিয়ার বিশেষ অডিট ৬/৪/২০০৮ হতে ২২/৫/২০০৮ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে সম্পন্ন করা হয়। নিরীক্ষা সমাপনান্তে২১/০১/২০০৯ তারিখে ত্রি-পক্ষীয় সভা এবং ২৫/০৫/২০০৯ তারিখে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সচিব বরাবরে আধাসরকারী পত্র জারী করা হলে ২০/৭/২০০৯ খ্রিঃ তারিখে ব্রডশীট জবাব পাওয়া যায়। পরবর্তীতে সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করে মোট ১৩টি আপত্তি সম্বলিত এ রিপোর্ট প্রণয়ন করা হয়েছে যাতে জড়িত টাকার পরিমাণ ৪০,৫৩,৫৫,৮৩৩/- (চল্লিশ কোটি তিপান্ন লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার আটশত তেত্রিশ) টাকা।

নিরীক্ষা চলাকালীন স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের সাথে কমিশনার এর একাধিকবার উত্থাপিত আপত্তির বিষয়ে আলাপ আলোচনা হয়, যা নিরীক্ষা কার্যক্রমকে সহজতর করে। নিরীক্ষার শেষ দিন কমিশনারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় উত্থাপিত আপত্তি নিয়ে বিস্তারিত আলাপ আলোচনা হয়।

অডিট পর্যবেক্ষণের সাথে জড়িত অর্থ আদায়ের বিষয়ে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম ত্বরান্বিত করা হলে উল্লিখিত রাজস্ব সরকারি কোষাগারে জমা করা সম্ভব।

এ রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত অডিট আপত্তিগুলো পর্যালোচনা করে প্রতীয়মান হয় যে, করদাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়কর আইন ও বিধি বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ না করায় এবং অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্যকর না থাকার কারণে অনিয়মগুলো সংঘটিত হয়েছে। এ বিষয়ে সংশিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হ'ল।

স্বাক্ষরিত

তারিখঃ ০২-০৫-১৪১৭ বঃ / ১৭-০৮-২০১০ খ্রিঃ বঙ্গাব্দ / খ্রিষ্টাব্দ

মোঃ আবদুল বাছেত খান
মহাপরিচালক
স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর

প্রথম অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

অডিট অনুচ্ছেদের সার- সংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নাম্বার	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা
১	৪	৫
০১.	সাউথ ইষ্ট ব্যাংক লিঃ এর বাদযোগ্য খরচ নয় এরূপ খরচকে খরচ হিসেবে হিসাবভূক্ত করে আয়কর নির্ধারন করায় আয়কর বাবদ কম প্রদেয় হয়েছে।	২৮,০১,৪১,৬৮৬/-
০২.	আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ অনুযায়ী ন্যূনতম কর নির্ধারণ না করায় আয়কর বাবদ রাজস্ব ক্ষতি।	২,৩০,২৯,১২১/-
০৩.	সাউথ ইষ্ট ব্যাংক লিঃ কর্তৃক অতিরিক্ত প্রফিট ট্যাক্স বাবদ প্রদান না করায় রাজস্ব ক্ষতি।	১,৩৬,৪৯,৬৪৬/-
০৪.	সোস্যাল ইনভেষ্টমেন্ট ব্যাংক লিঃ কর্তৃক বিয়োজনযোগ্য নয় এমন খরচকে বাদ রেখে আয় নিরূপণ করে রিটার্ন দাখিল করায় আয়কর বাবদ কম প্রদান।	১,৮০,৮৩,৫৬০/-
০৫.	স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস লিঃ কর্তৃক ডিসকাউন্ট এর উপর উৎসে আয়কর কম জমা দেয়া সত্বেও আনুপাতিক হারে খরচ অনুমোদন না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর কম ধার্য্য করা হয়েছে।	৩,৭৮,০০,০০০/-
০৬.	দি প্রিমিয়ার ব্যাংক লিঃ কর্তৃক অতিরিক্ত প্রফিট ট্যাক্স প্রদান করা হয়নি।	৭৭,৩১,১৫৫/-
০৭.	এপেক্স ফুটওয়ার লিঃ কর্তৃক অন্য প্রতিষ্ঠানের নামে VAT বাবদ জমাকৃত টাকা বিক্রয় হিসাব হতে বিয়োজন করে প্রকৃত বিক্রয় কম দেখানোর ফলে আয়কর কম প্রদান ।	২০,৪০,৩৩৩/-
০৮.	ফাইসন্স (বাংলাদেশ) লিঃ কর্তৃক বাদযোগ্য নয় এরূপ খরচ এবং কু-ঋণ (Bad debt) হতে আদায় (Recovery) মোট আয়ের সাথে যোগ না করায় আয়কর কম প্রদান।	৬৪,৪২,৩৭২/-
০৯.	এ্যাপেক্স ট্যানারী লিঃ কর্তৃক আয়কর নির্ধারনে হিসাবযোগ্য নয় এরূপ খরচকে অনুমোদন করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর কম প্রদান।	১,৩০,৫০,৭৩০/-

অনুচ্ছেদ নাম্বার	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা
১	৪	৫
১০.	দি ইবনে সিনা ফার্মাসিউটিক্যালস ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ কর্তৃক আয়কর কম প্রদান ।	৭,১২,৫৭১/-
১১.	জনাব ফেরদৌস আলী খান কর্তৃক সম্পদ বিবরণীতে অব্যাখ্যায়িত সম্পদ পরিবৃদ্ধিকে করযোগ্য আয় হিসাবে প্রদর্শন না করায় আয়কর কম প্রদান।	১৩,২১,৪৩০/-
১২.	জনাব সৈয়দ নুরুল আরেফিন এর সম্পদ বিবরণীতে সম্পদ পরিবৃদ্ধির ব্যাখ্যা না থাকা সত্বেও অব্যাখ্যায়িত আয়কে মোট আয়ের সাথে যোগ করে করারোপ না করায় আয়কর কম প্রদান।	১০,৭৪,৮৪১/-
১৩.	MR. CHIN HUA HSU এর সম্পদ বিবরণীতে সম্পদ পরিবৃদ্ধির ব্যাখ্যা না থাকায় উক্ত আয়কে মোট আয়ের সাথে যোগ না করায় আয়কর কম প্রদান।	২,৭৮,৩৮৮/-
	সর্বমোট টাকা =	**৪০,৫৩,৫৫,৮৩৩/-**

নিরীক্ষা বিষয়ক তথ্য

নিরীক্ষা অর্থ বৎসর	ঃ	২০০৬-২০০৭
নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান	ঃ	কর কমিশনার, বৃহৎ করদাতা ইউনিট **(LTU Tax)** কার্যালয়, ঢাকা।
নিরীক্ষার প্রকৃতি	ঃ	বিশেষ নিরীক্ষা
নিরীক্ষার সময়	ঃ	০৬/৪/২০০৮ হতে ২২/৫/২০০৮ খ্রিঃ
নিরীক্ষা পদ্ধতি	ঃ	▪ বিশ্লেষণাত্মক (Analytical) ▪ আয়কর নির্ধারণী প্রক্রিয়ার অডিট **(Assessment Audit).** ▪ দৈবচয়ন প্রক্রিয়ায় নমুনায়নের মাধ্যমে নমুনা নির্ধারণ। তবে ঝুঁকিপূর্ণ ক্ষেত্রে ১০০% নিরীক্ষা। ▪ বাস্তব জিজ্ঞাসার মাধ্যমে তথ্যাদি সংগ্রহ ▪ উর্ধতন কর্তৃপক্ষের সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে মতামত সংগ্রহ। ▪ Clientele দের সাথে মত বিনিময়।
নিরীক্ষা দল	ঃ	১॥ জনাব মোঃ , এ, কে আজাদ খান, উপ-পরিচালক ও দল প্রধান। ২॥ জনাব নন্দলাল দাস, অডিট এন্ড একাউন্টস অফিসার ও সদস্য। ৩॥ জনাব সাইদুল হোসেন, এস এ এস সুপারিনটেনডেন্ট ও সদস্য।
নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়নে সার্বিক তত্ত্বাবধান	ঃ	জনাব মোঃ কামাল আনোয়ার, পরিচালক।
নিরীক্ষা প্রতিবেদন সার্বিক তত্ত্বাবধানে	ঃ	জনাব মোঃ আবদুল বাছেত খান, মহাপরিচালক।

ম্যানেজমেন্ট ইস্যু ঃ-

- আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর বিভিন্ন ধারা মোতাবেক অনুমোদনযোগ্য নয় এরূপ খরচকে অনুমোদন।
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের একটি আদেশ দ্বারা আয়কর অধ্যাদেশের একটি ধারাকে পাশ কাটিয়ে একশ্রেণীর কর দাতাকে বিশেষ সুবিধা প্রদান ।
- সরকার কর্তৃক জারীকৃত বিভিন্ন এস,আর,ও মোতাবেক অনুমোদনযোগ্য নয় এরূপ খরচকে অনুমোদন।

অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ ঃ-

- সরকারি বিধি বিধান ও এস.আর.ও সমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ না করা;
- আয়কর অধ্যাদেশ-১৯৮৪ এর বিধি-বিধান, করদাতা কর্তৃক দাখিলকৃত হিসাব বিবরণী, ব্যয়ের বিপরীতে দাবী সঠিক কিনা তা যাচাই না করে মোট আয় নিরূপণ করা।
- রিটার্ণ, নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী, আই.টি-৮৮, আই.টি-৩০, ট্রেজারী চালান, প্রয়োজনীয় দলিল দস্তাবেজ ইত্যাদি সংরক্ষিত কাগজপত্রাদি ধারাবাহিকভাবে করদাতাদের নথিতে না রাখা এবং পৃষ্ঠার নম্বর না দেয়া।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ-

- সরকারি বিধি বিধান ও এস.আর.ও সমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করা প্রয়োজন।
- কর ফাঁকি হ্রাসে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক মনিটরিং ও রিপোর্টিং ব্যবস্থা জোরদারকরণ।
- আয়কর মামলা দ্রুত নিস্পত্তির ব্যবস্থা করা।
- বেসরকারি কর প্রশিক্ষন কর্মসূচী গ্রহণ করে করদাতাদেরকে কর প্রদানে অধিক আন্তরিক হওয়ার বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
- নির্ধারিত প্রাপ্য সকল আয়কর নির্ভুলভাবে হিসাবভুক্তি নিশ্চিত করা।
- আপীল ও ট্রাইবুনালের সিদ্ধান্তসমূহ দ্রুত বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।
- অনাদায়ী আয়কর আদায়ের সকল ব্যবস্থা উত্তরণের পরেও আদায় না হলে আয়কর অধ্যাদেশের ধারা ১৪২/১৪২ক অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

দ্বিতীয় অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)

অনুচ্ছেদঃ- ১৷

শিরোনামঃ **সাউথ ইষ্ট ব্যাংক লিঃ এর বাদযোগ্য নয় এরূপ খরচকে খরচ হিসেবে হিসাবভূক্ত করে আয়কর নির্ধারণ করায় আয়কর বাবদ ২৮,০১,৪১,৬৮৬/- টাকা কম প্রদেয় হয়েছে।**

বিবরণ ঃ কর কমিশনার, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (LTU Tax), ঢাকা কার্যালয়ের ২০০৬-২০০৭ অর্থ বৎসরের আয়কর নির্ধারণী হিসাব নিরীক্ষায় সাউথ ইষ্ট ব্যাংক লিঃ এর ২০০৬-২০০৭ কর বর্ষের হিসাব বিবরণী ও সংশ্লিষ্ট নথি পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষায় দেখা যায় যে, লাভ-ক্ষতি হিসাবে দাবীকৃত জমার উপর প্রদত্ত সুদ হতে আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর 53F ধারা অনুযায়ী উৎসে আয়কর কম কর্তন ও জমা করা হয়েছে। এছাড়া আনুতোষিক (Gratuity) খাতে প্রকৃত খরচের চেয়ে বেশী খরচ দাবী করা হয়েছে। ফলে উক্ত খরচসমূহ আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা 30aa এবং 29 অনুযায়ী বাদযোগ্য না হওয়া সত্বেও মোট আয়ের সাথে যোগ না করায় আয়কর বাবদ ২৮,০১,৪১,৬৮৬/- টাকা কম প্রদেয় হয়েছে। তদানুযায়ী এলটিইউ কর কার্যালয় কর্তৃক আপত্তিকৃত টাকা কম আদায় করা হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ দ্বিতীয় খন্ডের পরিশিষ্ট "ক" তে দেয়া হল।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ প্রাথমিক জবাবে উল্লেখ করা হয় যে, আয়কর রিটার্ণটি আয়কর অধ্যাদেশের 82B ধারানুসারে দাখিলকৃত ও নিষ্পত্তিকৃত। আপত্তিটি পরীক্ষাপূর্বক প্রয়োজনীয় আইনানুগ কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। পরবর্তীতে ২১/০১/২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ত্রি-পক্ষীয় সভায় প্রদত্ত সর্বশেষ জবাবে জানানো হয় যে, আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ১২০ ধারায় কার্যক্রম গ্রহণের পর সৃষ্ট দাবী আদায়ের প্রচেষ্টা চলছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর উপরে বর্ণিত ধারা সমূহের ব্যত্যয় ঘটিয়ে কম আয়কর নির্ধারণ করা হয়েছে যা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে আদায় করা আবশ্যক।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ আপত্তিকৃত টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ-২।

শিরোনামঃ **আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ অনুযায়ী ন্যূনতম কর নির্ধারণ না করায় আয়কর বাবদ ২,৩০,২৯,১২১/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ কর কমিশনার, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (LTU Tax), ঢাকা কার্যালয়ের ২০০৬-০৭ সনের আয়কর নির্ধারণী হিসাব নিরীক্ষাকালে বিভিন্ন করদাতা কোম্পানীর ২০০৬-০৭ কর বর্ষের আয়কর নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা 16CC অনুযায়ী লাভ-ক্ষতি নির্বিশেষে ন্যূনতম কর নির্ধারণ না করায় ২,৩০,২৯,১২১/- টাকা আয়কর কম আদায় করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ধারা 16CC অনুযায়ী কোন কর বর্ষে কোন কোম্পানীর ক্ষতি নিরূপিত হলে বা পূর্ববর্তী বছরসমূহের ক্ষতি সমন্বয়ের পর আয় উদ্ভূত না হলেও উক্ত কোম্পানীকে তাঁর নিরূপিত টার্ণওভার বা গ্রস প্রাপ্তির উপর ০.৫% হারে অথবা ৫,০০০/- টাকা এ দুয়ের মধ্যে যেটি বেশি তা ন্যূনতম কর হিসাবে পরিশোধ করতে হবে। কিন্তু পরিশিষ্টে বর্ণিত কোম্পানীসমূহের নিকট হতে উক্ত ধারা অনুযায়ী আয়কর নির্ধারণ না করায় আয়কর বাবদ ২,৩০,২৯,১২১/- টাকা কম আদায় করা হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ দ্বিতীয় খন্ডের পরিশিষ্ট "খ" তে দেয়া হল।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ সর্বশেষ ২১/০১/২০০৯ তারিখ অনুষ্ঠিত ত্রি-পক্ষীয় সভায় অবহিত করা হয় যে নথি পরীক্ষা করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে। আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ১২০ ধারায় কার্যক্রম গ্রহণের পর সৃষ্ট দাবী আদায়ের প্রচেষ্টা চলছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮০ এর 16CC ধারায় যর্থাথ প্রয়োগ না করায় আয়কর কম আদায় করা হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ আপত্তিকৃত আয়কর আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ- ৩।

শিরোনামঃ **সাউথ ইষ্ট ব্যাংক লিঃ কর্তৃক অতিরিক্ত প্রফিট ট্যাক্স বাবদ ১,৩৬,৪৯,৬৪৬/- টাকা প্রদান না করায় রাজস্ব ক্ষতি।**

বিবরণঃ

- কর কমিশনার, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (LTU Tax), ঢাকা কার্যালয়ের ২০০৬-০৭ অর্থ বৎসরের আয়কর নির্ধারণী প্রক্রিয়ার নিরীক্ষায় সাউথ ইষ্ট ব্যাংক লিঃ এর ২০০৬-০৭ কর বর্ষের ৮২-বি ধারায় দাখিলকৃত রিটার্ন, স্থিতিপত্র এবং লাভ ক্ষতি হিসাব ইত্যাদি নিরীক্ষা করা হয়েছে। নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, রিটার্নে লাভ দেখানো হয়েছে ১১০,৯৩,৩৪,৯৬৮/- টাকা।

- কিন্তু ব্যালেন্স সীটে Note No- ১৪ তে অংশীদারদের মূলধন (Share Holders equity) খাতে মূলধন ও রিজার্ভ (Capital & Reserve) এর পরিমাণ ২০৩,৬৬,৭৪,৬৫৪/- টাকা যার ৫০ শতাংশ ১০১,৮৩,৩৭,৩২৭/- টাকা।

- দেখা যায় যে, আয় বৎসর ২০০৫ Capital & Reserve এর ৫০ শতাংশ এর অধিক অর্থাৎ ১১০,৯৩,৩৪,৯৬৮/- (-) ১০১,৮৩,৩৭,৩২৭/- = ৯,০৯,৯৭,৬৪১/- টাকা অতিরিক্ত লাভ (Profit) হয়।

- অতিরিক্ত এ Profit উপর ১৫% হারে অতিরিক্ত প্রফিট ট্যাক্স বাবদ ১,৩৬,৪৯,৬৪৬/- টাকা প্রদান করা হয় নি।

- আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা 16C অনুযায়ী এরূপ অতিরিক্ত প্রফিটের উপর ১৫% হারে অতিরিক্ত প্রফিট ট্যাক্স প্রদানের বিধান রয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ আয়কর রিটার্ণটি আয়কর অধ্যাদেশের ৮২-বি ধারায় দাখিলকৃত এবং নিষ্পত্তিকৃত। রিটার্ণ এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদন পরীক্ষা করে প্রাথমিক আপত্তির বিষয়টি সঠিক পাওয়া গেছে। ইতোমধ্যে 'অতিরিক্ত প্রফিট ট্যাক্স' নির্ধারণপূর্বক সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে অবহিত করে দাবীনামা জারী করা হয়েছে। ২১/০১/২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ত্রি-পক্ষীয় সভায় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সৃষ্ট দাবী আদায়ের প্রচেষ্টা চলছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর 16C ধারায় ব্যত্যয় ঘটিয়ে অতিরিক্ত প্রাফটের উপর কর ধার্য না করায় রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ দাবীকৃত রাজস্ব ক্ষতির টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ-৪॥

শিরোনামঃ **সোস্যাল ইনভেষ্টমেন্ট ব্যাংক লিঃ কর্তৃক বিয়োজনযোগ্য নয় এমন খরচকে বাদ রেখে আয় নিরূপণ করে রিটার্ন দাখিল করায় আয়কর বাবদ ১,৮০,৮৩,৫৬০/- টাকা কম প্রদান।**

বিবরণঃ কর কমিশনার, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (LTU Tax), ঢাকা কার্যালয়ের ২০০৬-০৭ অর্থ বৎসরের অডিটে সোসাল ইনভেষ্টমেন্ট ব্যাংক লিঃ এর ২০০৬-০৭ কর বছরের আয়কর রিটার্ন, নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী পরীক্ষায় দেখা যায় যে, আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা 30(f)(i) এবং বিধি 65 অনুযায়ী অনুমোদনযোগ্য সীমার অতিরিক্ত আপ্যায়ন খরচ এবং ধারা 29(1) (XViiiaa) অনুযায়ী Provision for Gratuity ও General Provision অনুমোদনযোগ্য না হওয়া সত্বেও মোট আয়ের সাথে যোগ না করায় আয়কর বাবদ ১,৮০,৮৩,৫৬০/- টাকা কম ধার্য করা হয়। বিস্তারিত বিবরণ দ্বিতীয় খন্ডের পরিশিষ্ট "গ" তে দেয়া হল।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ এলটিইউ (কর) কার্যালয় প্রাথমিক জবাবে জানান যে, কোম্পানীর আয়কর রিটার্ণটি আয়কর অধ্যাদেশের ৮২-বি ধারানুসারে গৃহীত এবং নিস্পত্তিকৃত। উক্ত ধারায় আয়কর রিটার্ণ হুবহু গ্রহণ করা হয় এবং এক্ষেত্রে উপকর কমিশনারের কোন কিছু করার অবকাশ ছিলনা। এছাড়া আপ্যায়ন খরচ ও প্রভিশন খরচের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। সর্বশেষ ২১/০১/২০০৯ তারিখের ত্রি-পক্ষীয় সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ১২০ ধারায় কার্যক্রম গ্রহনের পর অতিরিক্ত কর দাবী আদায়ের প্রচেষ্টা চলছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর উপরে বর্ণিত সংশ্লিষ্ট ধারার ব্যত্যয় ঘটানো হয়েছে। পরবর্তীতে আপত্তিটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ কম ধার্যকৃত আয়কর সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ- ৫৷

শিরোনাম ঃ **স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস লিঃ কর্তৃক ডিসকাউন্ট এর উপর উৎসে আয়কর কম জমা দেয়া সত্বেও আনুপাতিক হারে খরচ অনুমোদন না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ ৩,৭৮,০০,০০০/= টাকা কম ধার্য্য করা হয়েছে।**

বিবরণ ঃ কর কমিশনার, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (LTU Tax), ঢাকা কার্যালয়ের ২০০৬-০৭ সনের আয়কর নির্ধারনী প্রক্রিয়া অডিটকালে স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস লিঃ এর ২০০৬-০৭ করবর্ষের আয়কর নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, Special Discount বাবদ ১৬,৫৫,৬৩,০৭৮/- টাকা খরচ দাবী করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা ৫৩ই অনুযায়ী উক্ত টাকার ৫% হিসাবে উৎসে আয়কর বাবদ ৮২,৭৮,১৫৪/- টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দেয়ার কথা। কিন্তু জমা দেয়া হয়েছে ১২,৭৮,১৫৪/- টাকা। ফলে (৮২৭৮২৫৪-১২৭৮১৫৪)= ৭০,০০,০০০/- টাকা কম জমা দেয়া হয়েছে। সুতরাং উক্ত টাকার আনুপাতিক হারে ১৪,০০,০০,০০০/- টাকা Discount খাতে বিয়োজনযোগ্য খরচ না হয়ে ধারা 30aa অনুযায়ী কোম্পানীর আয় হিসাবে প্রদর্শণ যোগ্য। কিন্তু তা না করায় আয়কর বাবদ ৩,৭৮,০০,০০০/- টাকা কম ধার্য করা হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ দ্বিতীয় খন্ডের পরিশিষ্ট 'ঘ' তে দেয়া হলো।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ আলোচ্য ৭০,০০,০০০/- টাকার চালানটি প্রকৃতপক্ষে ডিসকাউন্টের উপর উৎসে কর্তিত কর। কোম্পানী উক্ত টাকার পে-অর্ডার এ কার্যালয়ে প্রেরণ করে, কিন্তু এ কার্যালয়ের চালান লেখক ভুলক্রমে চালানে উৎস করের পরিবর্তে ৬৪ ধারা উল্লেখ করে। ফলে উৎস করের টাকা ভুলক্রমে কর পরিগণনা পত্রে (আইটি-৩০) তে ক্রেডিট দেওয়া হয়। এমতাবস্থায়, ১৭৩ ধারা অনুসারে আইটি-৩০ সংশোধন করা হয়েছে এবং দাবী নামা জারী করা হয়েছে। ২১/০১/২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ত্রি-পক্ষীয় সভায় জানানো হয় যে, টাকা আদায়ের অগ্রগতি অনুসরণ করা হচ্ছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ডিসকাউন্ট বাবদ খরচ অনুমোদন সংশ্লিষ্ট ধারার ব্যত্যয় ঘটানো হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ আপত্তিকৃত টাকা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ- ৬।

শিরোনামঃ **দি প্রিমিয়ার ব্যাংক লিঃ কর্তৃক অতিরিক্ত প্রফিট ট্যাক্স বাবদ ৭৭,৩১,১৫৫/- টাকা প্রদান করা হয়নি।**

বিবরণঃ কর কমিশনার, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (LTU Tax), ঢাকা কার্যালয়ের ২০০৬-০৭ অর্থ বৎসরের কর নির্ধারণ সংক্রান্ত অডিটে দি প্রিমিয়ার ব্যাংক লিঃ (টি,আই,এন-১০০-২০০১-০৮২০১) এর ২০০৬-০৭ কর বর্ষের সার্টিফাইড একাউন্টস, রিটার্ন, ট্যাক্স কম্পিউটেশন সীট নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, রিটার্নে লাভ দেখানো হয় ৭১,১০,৪০,০৩৩/- টাকা। নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণীর ব্যালেন্স সীটের নোট নং-১৩.৫.১ এবং ১৩.৫.২ তে ক্যাপিট্যাল এবং রিজার্ভের পরিমাণ দেখা যায় ১,৩১,৮৯,৯৮,০০০/- টাকা, উক্ত টাকার ৫০% হয় ৬৫,৯৪,৯৯,০০০/- টাকা। অর্থাৎ রিটার্নে প্রদর্শিত প্রফিট ক্যাপিট্যাল ও রিজার্ভের ৫০% হতে (৭১১০৪০০৩৩-৬৫৯৪৯৯০০০) = ৫,১৫,৪১,০৩৩/- টাকা বেশী।

আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা 16C এর বিধান অনুযায়ী কোন ব্যাংকিং কোম্পানী তার রির্টানে দেখানো প্রফিট যদি ব্যালেন্স সীটের মূলধন ও রিজার্ভের ৫০ শতাংশের বেশী হয় তাহলে সে পরিমাণ প্রফিটের উপর ১৫% অতিরিক্ত প্রফিট ট্যাক্স দিতে হয়। এক্ষেত্রে উল্লেখিত ব্যাংক কর্তৃক উক্ত বিধান অনুযায়ী অতিরিক্ত প্রফিট ৫,১৫,৪১,৪৩৩/- টাকার উপর ১৫% হারে ৭৭,৩১,১৫৫/- টাকা অতিরিক্ত প্রফিট ট্যাক্স প্রদান করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ আয়কর রিটার্ণটি আয়কর অধ্যাদেশের 82B ধারানুসারে দাখিলকৃত এবং নিষ্পত্তিকৃত। রিটার্ন এবং অডিট রিপোর্ট পরীক্ষা করে প্রাথমিক আপত্তির বিষয়টি সঠিক পাওয়া গেছে। ইতোমধ্যে অতিরিক্ত প্রফিট ট্যাক্স নির্ধারণ পূর্বক সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে অবহিত করে দাবীনামা জারী করা হয়েছে। ২১/০১/২০০৯ অনুষ্ঠিত ত্রি-পক্ষীয় সভায় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সৃষ্ট দাবী আদায়ের প্রচেষ্টা চলছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর 16C ধারায় ব্যত্যয় ঘটিয়ে অতিরিক্ত প্রফিটের উপর কর ধার্য্য না করায় রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ আপত্তিকৃত টাকা সংশ্লিষ্ট করদাতা প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ- ৭।

শিরোনামঃ **এপেক্স ফুটওয়ার লিঃ কর্তৃক অন্য প্রতিষ্ঠানের নামে VAT বাবদ জমাকৃত টাকা বিক্রয় হিসাব হতে বিয়োজন করে প্রকৃত বিক্রয় কম দেখানোর ফলে আয়কর বাবদ ২০,৪০,৩৩৩/- টাকা কম প্রদান ।**

বিবরণঃ কর কমিশনার, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (LTU Tax), ঢাকা কার্যালয়ের ২০০৬-০৭ সনের আয়কর প্রক্রিয়া অডিট কালে এ্যাপেক্স ফুটওয়ার লিঃ এর ২০০৬-২০০৭ কর বর্ষের আয়কর নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ২০০৫ আয়বর্ষে কোম্পানীর মোট বিক্রয় প্রদর্শন করা হয়েছে ২১৯,১৫,০৪,১০৩/- টাকা। উক্ত টাকা হতে VAT পরিশোধ বাবদ ১,২৩,২৮,৬৮৬/- টাকা বাদ দিয়ে নীট বিক্রয় দেখানো হয়েছে ২১৭,৯১,৭৫,৪১৭/- টাকা। কিন্তু নিরীক্ষাকালে কোম্পানীর VAT পরিশোধের ট্রেজারী চালান ও বিবরণী পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, **গ্যালারী এ্যাপেক্স, তেজগাঁও, ঢাকা এর নামে ১৫,৭০,০০০/- টাকা VAT জমা দেয়া হয়েছে-যা কোম্পানীর নিজস্ব নামে জমাকৃত।** অবশিষ্ট ১,০৭,৫৮,৬৮৬/- টাকা জমার যে ট্রেজারী চালান পাওয়া গেছে তার কোনটাই কোম্পানীর নিজস্ব নামে নয়। উক্ত চালানসমূহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নামে জমাকৃত। অথচ উক্ত টাকা কোম্পানীর বিক্রয় হিসাব হতে বিয়োজন দেখিয়ে প্রকৃত বিক্রয়ের পরিমাণ কম দেখানো হয়েছে। ফলে ২০,৪০,৩৩৩/- টাকা আয়কর কম জমা দেয়া হয়েছে। এছাড়া নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণীর নোট-১১ অনুযায়ী মোট বিক্রয়ের ৬.৪৬% স্থানীয় বিক্রয় রয়েছে। অথচ সম্পূর্ণ বিক্রয়ই রপ্তানী বিক্রয় দেখিয়ে মোট আয়করের ৫০% রপ্তানী রেয়াত গ্রহণ করা হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ দ্বিতীয় খন্ডের পরিশিষ্ট "ঙ" তে দেয়া হল।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ আয়কর রিটার্ণটি আয়কর অধ্যাদেশের 82B ধারায় দাখিলকৃত এবং নিষ্পত্তিকৃত। এক্ষেত্রে উপ কর কমিশনারের কোন করণীয় নেই। তথাপি প্রাথমিক আপত্তির প্রেক্ষিতে নথি পরীক্ষা করা হয়েছে এবং আপত্তিতে সারবত্তা রয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। বিষয়টি সুস্পষ্ট বিধায় 82B ধারায় রিটার্ণ গ্রহণ করা হলেও প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। সর্বশেষ ২১/০১/২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ত্রি-পক্ষীয় সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ১২০ ধারায় কার্যক্রম গ্রহণের পর সৃষ্ট কর দাবী আদায়ের প্রচেষ্টা চলছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ করদাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অন্য প্রতিষ্ঠানের ভ্যাট বাবদ ট্রেজারী চালানকে নিজের নামে দেখিয়ে আয়কর প্রদান করা হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ আপত্তিকৃত টাকা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ- ৮॥

শিরোনামঃ **ফাইসন্স (বাংলাদেশ) লিঃ কর্তৃক বাদযোগ্য নয় এরূপ খরচ এবং কু-ঋণ (Bad debt) হতে আদায় (Recovery) কে মোট আয়ের সাথে যোগ না করায় আয়কর বাবদ ৬৪,৪২,৩৭২/- টাকা কম প্রদান।**

বিবরণঃ কর কমিশনার, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (LTU Tax), ঢাকা কার্যালয়ের ২০০৬-০৭ সনের আয়কর নির্ধারণ প্রক্রিয়া অডিটকালে ফাইসন্স (বাংলাদেশ) লিঃ এর ২০০৬-০৭ কর বর্ষের আয়কর নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, Notes to the accounts No 27.7 তে VAT on Samples, Product bonus etc. খাতে খরচ দেখানো হয়েছে যা আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা 29 অনুযায়ী বিয়োজনযোগ্য নয়। Notes to the accounts No 29 Other Income এ Recovery of bad debt Previously Written off খাতে ৬৪,৯৬,২৫৪/- টাকা আয় দেখানো হয় । অথচ উক্ত টাকা Tax Computation Sheet- এ আয় হিসেবে গণ্য করা হয়নি। কু-ঋণ (Bad debt) হতে আদায় Recovery বাবদ প্রাপ্ত অর্থ মোট আয়ের সাথে যোগ না করায় আয়কর বাবদ ৬৪,৪২,৩৭২/- টাকা কম প্রদান করা হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ দ্বিতীয় খন্ডের পরিশিষ্ট 'চ' তে দেয়া হল।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ রিটার্ণটি আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ৮২ ধারার প্রোভাইসো অনুযায়ী দাখিলকৃত এবং নিষ্পত্তিকৃত । VAT On Samples, product bonus etc, Recovery of bad debt previously written off, কে আয় হিসাবে বিবেচনার জন্য পরবর্তীতে আইনানুগ কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। সর্বশেষ ২১/০১/২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ত্রি-পক্ষীয় সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ১২০ ধারায় কার্যক্রম গ্রহণের পর সৃষ্ট দাবী আদায়ের প্রচেষ্টা চলছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ২৯ ধারায় ব্যত্যয় ঘটিয়ে আয়কর যোগ্য আয়কে মোট আয় নিরুপনে বিবেচনা না করায় আয়কর বাবদ কম আদায় করা হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ আপত্তিকৃত টাকা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ- ৯॥

শিরোনাম ঃ **এ্যাপেক্স ট্যানারী লিঃ কর্তৃক আয়কর নির্ধারণে হিসাবযোগ্য নয় এরূপ খরচকে অনুমোদন করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ ১,৩০,৫০,৭৩০/- টাকা কম প্রদান।**

বিবরণ ঃ কর কমিশনার, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (LTU Tax), ঢাকা কার্যালয়ের ২০০৬-০৭ সনের আয়কর নির্ধারণী প্রক্রিয়া অডিটকালে এ্যাপেক্স ট্যানারী লিঃ এর ২০০৬-০৭ কর বর্ষের আয়কর নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, 'কমিশন' খরচ হতে আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা 53E অনুযায়ী উৎসে কর কর্তনের বিধান থাকা সত্বেও তা করা হয়নি এবং 30 (aa) ধারা মোতাবেক মোট আয়ের সাথে যোগ করে আয়কর নির্ধারণযোগ্য। এছাড়া তৃতীয় তফসিল অনুযায়ী অতিরিক্ত অবচয় দাবী করা হয়। উল্লেখিত কারণে আয়কর বাবদ ১,৩০,৫০,৭৩০/- টাকা কম জমা প্রদান করা হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ দ্বিতীয় খন্ডের পরিশিষ্ট 'ছ' তে দেয়া হল।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ আয়কর রিটার্ণটি আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর 82B ধারায় দাখিলকৃত এবং নিষ্পত্তিকৃত। এক্ষেত্রে উপকর কমিশনারের করণীয় কিছু ছিল না। সর্বশেষ ২১/০১/২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ত্রি-পক্ষীয় সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ১২০ ধারায় কার্যক্রম গ্রহণ করে অতিরিক্ত কর দাবী আদায়ের প্রচেষ্টা চলছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর উপরোল্লিখিত ধারা সমূহের ব্যত্যয় ঘটিয়ে কম আয়কর নির্ধারণ করা হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ আপত্তিকৃত টাকা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ- ১০॥

শিরোনামঃ **দি ইবনে সিনা ফার্মাসিউটিক্যালস ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ কর্তৃক আয়কর বাবদ ৭,১২,৫৭১/- টাকা কম প্রদান করা হয়েছে।**

বিবরণ ঃ কর কমিশনার, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (LTU Tax), ঢাকা কার্যালয়ের ২০০৬-০৭ সনের আয়কর নির্ধারণী অডিট করা হয়। দি ইবনে সিনা ফার্মাসিউটিক্যালস ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ এর ২০০৬-০৭ কর বর্ষের আয়কর নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা 30(e), ধারা 30(f) (iv), ধারা 30 (j) এবং Rule 65c অনুযায়ী র্নিধারিত আয়কর নির্ধারণে খরচ হিসেবে হিসাবযোগ্য নয় এখন খরচ হিসাবভূক্ত করায় আয়কর বাবদ ৪,৪৪,২১১/- টাকা কম প্রদান করা হয়েছে । এছাড়া ২০০৪ সালের আমদানী কৃত ৮টি বি/ই এর বিপরীতে প্রদানকৃত উৎসে আয়কর বাবদ ২,৬৮,৩৬০/- টাকা বর্তমান কর বর্ষে ক্রেডিট প্রদান করা হয়েছে যা প্রাপ্য নয়। ফলে সর্বমোট আয়কর বাবদ ৭,১২,৫৭১/- টাকা কম প্রদান করা হয়েছে যা আদায়যোগ্য। বিস্তারিত বিবরণ দ্বিতীয় খন্ডের পরিশিষ্ট 'জ' তে দেয়া হল।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ Excess Prerequisite, Sample Expenses, Incentive খরচ হিসেবে হিসাবযোগ্য নয় এমন খরচ হিসাবভূক্ত করার অডিট আপত্তিটি সঠিক। এই বিষয়ে পরবর্তীতে প্রয়োজনীয় আইনানুগ কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। সর্বশেষ ২১/০১/২০০৯ তারিখের অনুষ্ঠিত ত্রি-পক্ষীয় সভায় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ১২০ ধারায় কার্যক্রম গ্রহণ করে অতিরিক্ত কর দাবী আদায়ের প্রচেষ্টা চলছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর উপরে বর্ণিত ধারা ও বিধির সঠিক প্রয়োগ না করায় আয়কর কম নির্ধারণ করা হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ সংশ্লিষ্ট করদাতা কোম্পানীর নিকট হতে আপত্তিকৃত টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ -১১॥

শিরোনামঃ **জনাব ফেরদৌস আলী খান কর্তৃক সম্পদ বিবরণীতে অব্যাখ্যায়িত সম্পদ পরিবৃদ্ধিকে করযোগ্য আয় হিসাবে প্রদর্শন না করায় আয়কর বাবদ ১৩,২১,৪৩০/= টাকা কম প্রদান।**

বিবরণঃ কর কমিশনার, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (LTU Tax), ঢাকা কার্যালয়ের ২০০৬-০৭ সনের আয়কর নির্ধারণী হিসাব অডিটকালে করদাতা জনাব ফেরদৌস আলী খান এর ২০০৬-০৭ কর বর্ষের আয়কর নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, করদাতার সম্পদ বিবরণীতে ৪৪,৬৯,৭৫০/- টাকা নম্পদ পরিবৃদ্ধির কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায় নি। এছাড়া ৮,১৫,৯৭০/- টাকার সম্পদের হিসাব দাখিল করা হয়নি। ফলে উক্ত টাকা আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর 19 ধারা অনুযায়ী করদাতার আয় হিসাবে প্রদর্শন যোগ্য। কিন্তু তা না করায় আয়কর বাবদ ১৩,২১,৪৩০/- টাকা কম প্রদান করা হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ দ্বিতীয় খন্ডের পরিশিষ্ট "ঝ" তে দেয়া হল।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ রিটার্ণটি স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে দাখিলকৃত এবং নিস্পত্তিকৃত। এক্ষেত্রে উপকর কমিশনারের কিছু করণীয় ছিলনা। সম্পদ বৃদ্ধির বিষয়টি পরীক্ষা পূর্বক আইনানুগ কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। সর্বশেষ ২১/০১/২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ত্রি-পক্ষীয় সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ১২০ ধারায় কার্যক্রম গ্রহণের পর সৃষ্ট দাবী আদায়ের প্রচেষ্টা চলছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর উপরোক্ত ধারায় ব্যত্যয় ঘটিয়ে আয়কর নির্ধারণ করায় আপত্তিকৃত টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ আপত্তিকৃত টাকা সংশ্লিষ্ট করদাতার নিকট থেকে আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ- ১২ ॥

শিরোনামঃ	**জনাব সৈয়দ নুরুল আরেফিন এর সম্পদ বিবরণীতে সম্পদ পরিবৃদ্ধির ব্যাখ্যা না থাকা সত্বেও অব্যাখ্যায়িত আয়কে মোট আয়ের সাথে যোগ করে করারোপ না করায় আয়কর বাবদ ১০,৭৪,৮৪১/- টাকা কম প্রদান।**
বিবরণ ঃ	কর কমিশনার, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (LTU Tax), ঢাকা কার্যালয়ের ২০০৬-০৭ সনের আয়কর নির্ধারণী হিসাব অডিটকালে করদাতা জনাব সৈয়দ নুরুল আরেফিন এর ২০০৬-০৭ কর বর্ষের আয়কর নথি পর্যালোচনায়, সম্পদ বিবরণীতে ৪২,৯৯,৩৬৫/- টাকা সম্পদ পরিবৃদ্ধির কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। সম্পদ পরিবৃদ্ধির ব্যাখ্যা না পাওয়ায় আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা 19 অনুযায়ী উক্ত টাকা করদাতার আয় হিসাবে প্রদর্শনযোগ্য। কিন্তু তা না করায় আয়কর বাবদ ১০,৭৪,৮৪১/- টাকা কম প্রদান করা হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ দ্বিতীয় খন্ডের পরিশিষ্ট "ঞ" তে দেয়া হল।
অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ	অব্যাখ্যায়িত সম্পদ বৃদ্ধির বিষয়টি পরীক্ষা করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে। সর্বশেষ ২১/০১/২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ত্রি-পক্ষীয় সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ১২০ ধারায় কার্যক্রম গ্রহণ করে সৃষ্ট দাবীর টাকা আদায়ের প্রচেষ্টা চলছে।
নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ	আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর 19 ধারার ব্যত্যয় ঘটিয়ে কর নির্ধারণ করায় আপত্তিকৃত টাকার রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে যা আদায়যোগ্য।
নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ	আপত্তিকৃত টাকা সংশ্লিষ্ট করদাতার নিকট থেকে আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ- ১৩।

শিরোনামঃ **MR. CHIN HUA HSU এর সম্পদ বিবরণীতে সম্পদ পরিবৃদ্ধির ব্যাখ্যা না থাকায় আয়কর বাবদ ২,৭৮,৩৮৮/- টাকা কম প্রদান।**

বিবরণ ঃ কর কমিশনার, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (LTU Tax), ঢাকা কার্যালয়ের ২০০৬-০৭ সনের আয়কর নির্ধারণী হিসাব অডিটকালে করদাতা MR. CHIN HUA HSU এর ২০০৬-০৭ কর বর্ষের আয়কর নথি পর্যালোচনায় সম্পদ বিবরণীতে ১১,১৩,৫৫৩/- টাকা সম্পদ পরিবৃদ্ধির কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। ফলে আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা 19 অনুযায়ী উক্ত টাকা করদাতার আয় হিসাবে প্রদর্শন যোগ্য। কিন্তু তা না করায় আয়কর বাবদ ২,৭৮,৩৮৮/- টাকা কম প্রদান করা হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ দ্বিতীয় খন্ডের পরিশিষ্ট "ট" তে দেয়া হল।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ আয়কর রিটার্ণটি 82B ধারানুসারে দাখিলকৃত এবং নিষ্পত্তিকৃত। এক্ষেত্রে উপ কর কমিশনারের কোন কিছু করণীয় ছিলনা । আপত্তিটির প্রেক্ষিতে সম্পদ বৃদ্ধির বিষয়টি পরীক্ষা করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সর্বশেষ ২১/১/২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ত্রি-পক্ষীয় সভায় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ১২০ ধারায় কার্যক্রম গ্রহন করে সৃষ্ট দাবী আদায়ের প্রচেষ্টা চলছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা 19 এর ব্যত্যয় ঘটিয়ে আয়কর নির্ধারণ করায় আপত্তিকৃত টাকায় রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ সংশ্লিষ্ট করদাতার নিকট থেকে আপত্তিকৃত টাকা আদায় করা আবশ্যক।

স্বাক্ষরিত

মোঃ আবদুল বাছেত খান
মহাপরিচালক
স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর

বাঃসঃমুঃ-২০০৯/১০-৫১৭১কম/এ-৭৫০বই-২০১০।